দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...
DEC 06 2007

চিতলমারীতে শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্র হত্যার অভিযোগ ।। লাশ উদ্ধার, থানা ঘেরাও ।। ফাঁসি দাবি

বাবুল সরদার, বাগেরহাট থেকে ।। কিশোর এক স্কুল ছাত্রের হৃদয়বিদারক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বাগেরহাটের চিতলমারী ফুঁসে উঠেছে। শিক্ষকের নির্দয় প্রহারের ৪ দিন পর মঙ্গলবার সকালে পুলিশ উপজেলার চরডাকাতিয়া স্কুলের শ্রেণীকক্ষ থেকে এসএসসি পরীক্ষার্থী রথীন্দ্র নাথ রায়ের (১৭) লাশ উদ্ধার করেছে। এ ঘটনায় হত্যার অভিযোগে উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের শাস্তি দাবি করে এদিন দুপুরে বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা মিছিল সহকারে থানা ঘেরাও করে। পুলিশ প্রধান শিক্ষক হরিদাস মধুকে আটক করেছে। অপমৃত্যুর মামলা রেকর্ড করে পুলিশ লাশ মর্গে প্রেরণ করেছে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, চিতলমারী উপজেলার চরডাকাতিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গত শনিবার এসএসসির টেস্ট পরীক্ষা চলাকালীন অঙ্ক বিষয়ে নকলের অভিযোগে রথীন্দ্র নাথ রায়কে প্রধান শিক্ষক হরিদাস মধু বেদম প্রহার করে। জোড়া বেত দিয়ে প্রহারের পর তাকে একটি শ্রেণীকক্ষে আটকে রাখে। এর কিছু সময় পর লাইব্রেরিতে উপস্থিত শিক্ষকদের সম্মুখে হাজির করা হয়। এখানে আরেক দফা প্রহারের পর ভর্ৎসনা করে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়। এদিন নিমাই হীরা, প্রতুল বাড়ৈ ও সদানন্দ বিশ্বাস নামে আরও ৩ পরীক্ষার্থীকে একই অভিযোগে শাস্তি দেয়া হয়।

ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, এদের মধ্যে রথীন্দ্রকে মাত্রাতিরিক্ত প্রহার করা হয়। এ ঘটনার পরদিন রবিবার সংস্কৃত বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেও অসুস্থতার কারণে রথীন্দ্র ঠিকমতো পরীক্ষা দিতে পারেনি। এরপর সোমবার ছিল ছুটির দিন। পার্শ্ববর্তী পিরোজপুরের

অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক আটক

নাজিরপুর উপজেলার সাতগাতী গ্রামের যশমন্ত রায়ের ছেলে রথীন্দ্র এ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশোনা করত। সোমবার মধ্যরাতে তার সহপাঠীরা রুমের মধ্যে তাকে দেখতে পায়নি। অবশেষে মঙ্গলবার ভোররাতে দশম শ্রেণীর মেঝেতে মৃত অবস্থায় রথীন্দ্র নাথের লাশ পড়ে থাকতে দেখতে পায়। এ সময় লাশের পাশে একটি হারিকেন ও খাতা পাওয়া যায়। এরপর তার সহপাঠীরা স্কুল কর্তৃপক্ষ ও থানাকে জানায়। এ ঘটনায় ছাত্রছাত্রী ও এলাকাবাসীর মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক হরিদাস মধু একটি দরখাস্ত নিয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় হাজির হয়ে অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করার আর্জি জানায়। এ সময় পুলিশ তাকে আটক করে।

চিতলমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইউসুফ আলী জনকণ্ঠকে জানান, ছাত্র রথীন্দ্র নাথ রায়ের মৃত্যু রহস্যজনক। এটি হত্যা না আত্মহত্যা তা কেবলমাত্র লাশের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর নিশ্চিতভাবে জানা যাবে। তবে আটক শিক্ষকের দরখাস্ত ও জবানীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি জানান, শিক্ষক হরিদাস মধু দাবি করছে স্থানীয় তারাবুনিয়া বাজারে একটি ওষুধের দোকান থেকে ঘুমের বড়ি সংগ্রহ করে অলক্ষ্যে তা খেয়ে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবার আশঙ্কায় রথীন্দ্র আত্মহত্যা করেছে। আশিষ কুমার মণ্ডল নামের এক ছাত্রের কাছ থেকে ওষুধ কেনার বিষয়টি তিনি পরে জানতে পেরেছেন বলে দাবি করেন।

এদিকে উক্ত প্রধান শিক্ষকের নির্মমতার শিকার হয়ে রথীন্দ্র নাথ আত্মহত্যায় বাধ্য হয়েছে বলে ওই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা দাবি করে। তারা চিতলমারী বাজারে বিক্ষোভ মিছিল ও থানা ঘেরাও করে ঘাতক শিক্ষকের ফাঁসি দাবি করে। ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা এ সময়ে উপজেলা সদরে উপস্থিত সেনা সদস্যদের নিকটেও মৌখিকভাবে অভিযোগ জানায়।